একজন মুসলিম অসন্তোষ ধরে রাখে না

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

একজন মুসলিম অসন্তোষ ধরে রাখে না। অসন্তোষ সেসব মানুষদের চরিত্র যারা সঠিক পথে নেই। আক্রোশ ধরে রাখা অবিশ্বাসের একটি চরিত্র। অবিশ্বাসীরা অবিরত আক্রোশ ধরে রাখে। এটা শয়তানের চরিত্রসমূহের একটি। সে আদাম আলাইহি সালামের সময় থেকে আক্রোশ ধরে আছে এবং সে তার অনুসারীদেরকেও আক্রোশ ধরে রাখতে বাধ্য করে। কার বিরুদ্ধে আক্রোশ? মুসলিমদের বিরুদ্ধে, যারা আলাহর পথে আছে তাদের বিরুদ্ধে।

যে সেরকমভাবে অসন্তোষ ধরে রাখে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে হৃদয়ে আক্রোশ রাখে তার ঈমান অসম্পূর্ণ এবং দূর্বল। অসন্তোষ মনকে ভারী করে এবং মানুষকে অস্বস্তিতে রাখে। এটা অসন্তুষ্ট ব্যক্তিতে সর্বপ্রথম ক্ষতিগ্রস্ত করে। মানুষের প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা রাখা উচিত এবং অতঃপর হাযরাত নাবী (সাঃ) এর প্রতি। তারপর আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) আদেশ করেন ভালবাসা রাখতে সব নাবীগণ, আউলিয়া আল্লাহ্, সাহাবা এবং বিশ্বাসীদের প্রতি।

আক্রোশ এবং ভালবাসা একত্রে থাকতে পারে না। তাই আক্রোশ শয়তানের চরিত্র, এটা অবিশ্বাসের চরিত্র। একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের প্রতি অসন্তুষ্ট ভাব তিন দিনের বেশি রাখতে পারে না। তারা শক্ত মন নিয়ে তিন দিনের বেশি থাকতে পারে না, বলেন আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ)। শক্ত মন নিয়ে থাকা মানেই অসন্তোষ ধরে রাখে। মুসলিমদের একে অপরের প্রতি ভালবাসা রাখা উচিত।

তুমি কারও প্রতি রাগ বোধ করতে পারো, তুমি হৃদয়ে ঘৃণাবোধ করতে পারো, কিন্তু যখন সেই মানুষটি সঠিক পথে চলে আসে তখন সেই ঘৃণাবোধ চলে যেতে হবে। তাই হৃদয়ে অসন্তোষ ধরে রাখা বলতে কিছু নেই যখন সেই মানুষটি মুসলিম হয়ে যায়। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) ওয়াহশী কেও মুসলিম হবার পরে মাফ করে দিয়েছিলেন, যে হাযরাত হামযাকে শাহীদ করেছিল। পবিত্র নাবী (সাঃ) তাকে শাস্তি দেননি এবং কিছুই করেননি কারণ শাস্তি দেয়া আক্রোশ ধরে রাখা থেকে আসে।

সব খারাপ পরিষ্কার হয়ে যায় যখন কেউ মুসলিম হয়। তুমি অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে ঘৃণা রাখতে পারো। সেটা আক্রোশ থেকে ভিন্ন। কুফরকে ঘৃণা এক জিনিশ আর মুসলিমের বিরুদ্ধে আক্রোশ ধরে রাখা আরেক জিনিস। আল্লাহ্ যেসব জিনিস পছন্দ করেন না সেসব জিনিসের প্রতি আমাদের ঘৃণা থাকতে হবে।

কিন্তু আক্রোশ ধরে রাখা বলতে কিছু থাকা যাবে না যখন অপর ব্যক্তিটি মুসলিম। ইসলামী বিশ্বেও এরকমই হওয়া উচিত। তাদের ঈমান সম্পূর্ণ নয় যারা অন্যের প্রতি আক্রোশ বোধ করে, সাহাবাদের প্রতি এবং আহল-এ বাইতের প্রতি আক্রোশ রাখে। তাদেরকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে না।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) তা পরিষ্কারভাবে বলেন, "ইসলামের আগে যা কিছু করা হয়েছে, ইসলাম তার সবকিছু ক্ষমা করে। যখন মানুষটি মুসলিম হয় তখন সবকিছু ক্ষমা হয়ে যায় এবং মানুষটি হয়ে যায় একটি নবজাত শিশুর মত"। আমাদের উচিত আল্লাহ্‌র আদেশ প্রয়োগ করা এবং আমাদের উচিত উনার কথার অনুসরণ করা, যেসব ধারণা মানুষের মাথা থেকে বের হয় সেগুলো নয়। আল্লাহ্‌ যেন আমাদের বিচারের দিনে আমাদের পুনরুত্থিত করেন একটি পরিষ্কার হৃদয়ের সাথে।

ওয়া মিন আল্লাহ্‌ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২৮ নভেম্বার ২০১৬/২৮ সাফার ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।